কালের কণ্ঠ

তারিখ 3.1. DEC .2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

জেএসসি ও জেডিসি
মোট পরীক্ষার্থী
২৪,৮২,৩৪২ জন
পাস করেছে
২০,১৮,২৭১ জন
গড় পাসের হার
৮৩.৬৫%

পিইসি
মোট পরীক্ষার্থী
২৬,৯৬,২১৬ জন
পাস করেছে
২৫,৬৬,২৭১ জন
পাসের হার
৯৫.১৮%

জেএসসি জেডিসি পাসের হার ও জিপিএ ৫ কমল

প্রশ্ন ফাঁসে কিছু কুশিক্ষক : নাহিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

অষ্টম শ্রেণির জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ফলাফলে সব সূচকেই এবার অবনতি হয়েছে। কমেছে পাসের হার ও জিপিএ ৫। শতভাগ পাস প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমেছে, বেড়েছে শূন্য পাস প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড ও মাদরাসা বোর্ডে এবার গড় পাসের হার ৮৩.৬৫ শতাংশ, গত বছর ছিল ৯৩.০৬। কমেছে ৯.৪১ শতাংশ। জিপিএ ৫ প্রাপ্তিও কমেছে, পেয়েছে এক লাখ

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

জেএসসি জেডিসি পাসের হার

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

৯১ হাজার ৬২৮ জন; গত বছর যা ছিল দুই লাখ ৪৭ হাজার ৫৮৮।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল শনিবার সকালে গণভবনে শিক্ষা বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যানদের সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ২০১৭ সালের জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফলাফলের অনুলিপি তুলে দেন। দুপুরে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে তিনি পরীক্ষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এর পর থেকেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অনলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফল প্রকাশ করে। এ ছাড়া শিক্ষা বোর্ডগুলোর ওয়েবসাইট ও মোবাইল ফোনের এসএমএসের মাধ্যমেও শিক্ষার্থীরা ফল জানতে পেরেছে।

শিক্ষামন্ত্রী এ সময় বলেন, 'একটা সময় ছিল পরীক্ষায় ৫০ শতাংশও পাস করত না। কিন্তু এখন পাসের হার অনেক বাড়াতে আমরা সক্ষম হয়েছি। তবে এবার পাসের হার কমেছে। এটা লুকানোর কিছু নেই। তবে কেন কমল তা এখনই বলা যাবে না। আমরা স্টাডি করব। তারপর বলতে পারব।' মন্ত্রী আরো বলেন, 'শতভাগ পাস না করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে। এতে ফলাফলে প্রভাব পড়েছে, যে কারণে আমাদের ৯ শতাংশের বেশি ফেল করেছে। তবে এগুলো সঠিক মূল্যায়ন করে ভালোভাবে জানা যাবে। তবে যেসব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া ভালো হয় না বা পাস করলেও একজন-দুজন পাস করে, আমরা এগুলো রাখতে চাই না। বরং ওই স্কুলগুলোকে কোথাও একীভূত করে হোক বা ওই স্কুলের ছাত্রদের অন্য ব্যবস্থা করে হোক, যেন ভালো লেখাপড়া হয় সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, '১৯৬১ সালে যখন আমরা এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি তখনো প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ছিল। এখন নানা ধরনের মিডিয়া হওয়ায় তা ছড়িয়ে যাচ্ছে। আগে বিজি প্রেস থেকে পরীক্ষার দুই মাস আগে প্রশ্ন ফাঁস হতো। এখন পরীক্ষার দিন সকালে ফাঁস হয়। এতে বোঝা যায়, কিছু কুশিক্ষক প্রশ্ন ফাঁস করছেন। আমরা চেষ্টায় আছি এটাও পুরোপুরি বন্ধ করার।'

এবার মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ১১ লাখ ১২ হাজার ২২ জন এবং ছাত্রী ১২ লাখ ৯১ হাজার ৬৮৯ জন ছিল। পাস করেছে ছাত্র ৯ লাখ ৩৬ হাজার ৭৩৩ জন এবং ছাত্রী ১০ লাখ ৮১ হাজার ৫৩৮ জন। ছাত্রের তুলনায় ছাত্রী বেশি পাস করেছে এক লাখ ৪৪ হাজার ৮০৫ জন। ছাত্ররা জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮০ হাজার ৮৯৮ জন এবং ছাত্রী জিপিএ ৫ পেয়েছে এক লাখ ১০ হাজার ৭৩০ জন। ছাত্রের তুলনায় ২৯ হাজার ৮৩২ জন ছাত্রী বেশি জিপিএ ৫ পেয়েছে।

এবারের জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় ২৪ লাখ ৮২ হাজার ৩৪২ জন অংশ নিয়ে পাস করেছে ২০ লাখ ১৮ হাজার ২৭১ জন। অংশগ্রহণকারী ২৮ হাজার ৮২৪টি প্রতিষ্ঠান থেকে শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পাঁচ হাজার ২৭৯টি, যা গত বছর ছিল ৯ হাজার ৪৫০টি। ফলে শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠান কমেছে চার হাজার ১৭১টি। একই সঙ্গে শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫৯, তবে এর মধ্যে ২৫টিই মাদরাসা বোর্ডের। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ২৮।

জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার জন্য ২৪ লাখ ৮২ হাজার ৩৪২ জন রেজিস্ট্রেশন করলেও অংশ নিয়েছে ২৪ লাখ ১২ হাজার ৭১১ জন। অনুপস্থিত ছিল ৬৯ হাজার ৬৩১ জন। মাদরাসা বোর্ড থেকে অংশ নেয় তিন লাখ ৭৮ হাজার ৫৭৯ জন। পাস করেছে তিন লাখ ১১ হাজার ২৪৭ জন। পাসের হার ৮৬.৮০ শতাংশ। জিপিএ ৫ পেয়েছে সাত হাজার ২৩১ জন। বিদেশের ৯ কেন্দ্র থেকে এবার অংশ নেয় ৫৯৯ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৫৬২ জন। পাসের হার ৯৩.৮২ শতাংশ। জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮৩ জন। বোর্ডওয়ারি পাসের হার রাজশাহীতে সর্বোচ্চ ৯৫.৫৪ এবং কুমিল্লায় সর্বনিম্ন ৬২.৮৩ শতাংশ। পাসের হার ঢাকা ৮১.৬৬, যশোরে ৮৩.৪২ , চট্টগ্রামে ৮১.১৭, বরিশালে ৯৬.৩২, সিলেটে ৮৯.৪১, দিনাজপুরে ৮৮.৩৮ এবং মাদরাসা বোর্ডে ৮৬.৮০ শতাংশ। জেএসসি ও জেডিসিতে বাংলা দ্বিতীয় পত্র, ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র ছাড়া সব বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন ছিল প্রশ্নপত্রে। এ বছর থেকেই শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্মমুখী শিক্ষা এবং চারু ও কারুকলা বিষয় তিনটি ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতায় আনা হয়েছে, তবে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়নি।

পুনর্নিরীক্ষণ আজ থেকে : জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করা যাবে আজ রবিবার থেকে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। শুধু টেলিটক প্রিপেইড সার্ভিসের মোবাইল ফোন নম্বর থেকে এ আবেদন করা যাবে। মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে গিয়ে RSC লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর, এরপর স্পেস দিয়ে রোল নম্বর, এরপর স্পেস দিয়ে বিষয় কোড লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে। ফিরতি এসএমএসে আবেদন বাবদ কত টাকা কেটে নেওয়া হবে তা জানিয়ে একটি পিন নম্বর দেওয়া হবে। আবেদনে সম্মত থাকলে আবারও মেসেজ অপশনে গিয়ে RSC লিখে স্পেস Yes লিখে স্পেস দিয়ে পিন নম্বর, এরপর স্পেস দিয়ে যোগাযোগের জন্য একটি মোবাইল ফোন নম্বর (যেকোনো অপারেটর) লিখে আবার ১৬২২২-এ পাঠাতে হবে। প্রতি পত্রের জন্য ১২৫ টাকা চার্জ ধরা হয়েছে।

একটি এসএমএস দিয়ে একাধিক বিষয়ে আবেদন করা যাবে। সে ক্ষেত্রে বিষয় কোডের পর কমা (,) ব্যবহার করতে হবে। তবে যেসব বিষয়ের দুটি পত্র (বাংলা ও ইংরেজি) রয়েছে সেসব বিষয়ে একটি বিষয় কোড বাংলার জন্য (১০১) ও ইংরেজির জন্য (১০৭)-এর বিপরীতে দুটি পত্রের জন্য আবেদন গণ্য হবে এবং আবেদন ফি হবে ২৫০ টাকা।